Escra - Golpo – Short – Abisrarnto Brishtir Majhe – Nikhil Bhoumik
ইস্ক্রা - অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝে - নিখিল ভৌমিক

সকাল থেকে ছেড়ে ছেড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে ভাদ্রে পড়েছে। এ সময় বৃষ্টি এমনই হবারকথা। তবু সংবিদের মনে হচ্ছিল এবার মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমই হয়েছে। কোন কোন জেলা বন্যার কবলেপড়লেও উত্তরের দু-তিনটি জেলা থেকে খরার সংবাদও শোনা যাচ্ছে। সকালে সামান্য সময়ের জন্য সূর্যর মুখ দেখা গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার মেঘ জড় হয়েছে। বৃষ্টিও পড়েছে কখনও ঝিরিঝিরি আবার কখনও একটু জোরে। সবে বৃষ্টিটা একটু থেমেছে। সংবিদ তার নির্ধারিত চেয়ারে বসে জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিল বাইরে। হঠাৎ তার জানলার গ্রিলের উপর উড়ে এসে দুটি চড়াই বসে। আজকাল চড়াই খুব একটা চোখে পড়ে না। সেলফোনের দাপটে নাকি শহর ছাড়া হয়েছে। অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বলা যেতে পারে। চড়াই দুটি দেখে সংবিদ একটু নড়েচড়ে বসল যেন এক দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পেয়েছে সে। নানান ভাবনা উড়ে এসে জুড়ে বসল মনে। চড়াই দুটির কিচির মিচির আওয়াজ তার মনে একটা শিহরণ নিয়ে এল, কিন্তু তার প্রকৃতি কিছু ঠাহর করার আগেই চঞ্চল পাখি দুটি উড়ে গেল। গেল তো গেলই। বেশ কিছুক্ষণ আর দেখা নেই। এই আসা যাওয়া নিয়েই তো সংসার।

কী যেন, একটা করার আছে। হঠাৎ-ই মনে হল সংবিদের। একটু ভাববার চেষ্টা করল সংবিদ। মনে এলনা। তবুও ভাবনাটার মধ্যে ফিরে গেল সে। মনের মধ্যে ডুব দিয়ে আতিপাতি করে খুঁজতে লাগল। কিছুতেই খেইধরতে পারল না। বৃষ্টি থামলেও মেঘ কিন্তু এক নাগাড়ে ডেকে চলছে। খুব জোরে যে তেমন কিছু নয়, তবু একটা পশ্চাদপট সংগীতের মত বেজে চলেছে। মৃদুমন্দ আওয়াজ। চড়াই দুটি আবার উড়ে এসে বসল। একটু খুনসুটি করল, তারপর আবার উড়ে চলে গেল।

সংবিদের আজ কোন কাজ নেই। চাটার্ড বাস ধরার কোন চাড় নেই। পুরোপুরি ছুটি। কিন্তু তাই বলে কিকিছুই করার নেই। বাসুকে কথা দিয়েছিল আজ দুজনে কোথাও গিয়ে বসবে। অসুবিধা কিছু নেই। আজকাল কলকাতায় অনেক ইটিং হাউস হয়েছে, কোথাও গিয়ে বসাই যেতে পারে। বাসবের অর্থাৎ বাসুর ওরফে বাসব দত্তার কিছু কিছু চিন্তাধারা, ধারণা, ভাবনা সংবিদের চিন্তা - ভাবনার সঙ্গে খাপ খায় না। বাসব কী রকম যেন স্বপ্নবিলাপিরাবাস্তববাদী, মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা আবেগ সর্বস্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের উদগাতা। ওদের সম্পর্কহীনএকটা আবেগ সর্বস্ফব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের উদগাতা। ওদের সম্পর্কের ভিতরে ভিতরে কী রকম যেন তালকেটে গেছে। বাসবকে সংবিদ আর তেমনটি পছন্দ না করলেও তাকে বন্ধু হিসাবে মন্দ লাগে না। অন্তরঙ্গতা কমিয়ে দিলেও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা সংবিদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সংবিদ বাসবের প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। কিন্তু বাইরে যাওয়াটাই অর্থাৎ ঘর থেকে বেরুনটাই একটু টাফ। কেউ বলবে, আরে এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় চল্লি। কেউ বা বোঝাবে সারা কলকাতা এখন জলবন্দী। রাস্তার কোন যানবাহন নেই। সবই ঠিক কিন্তুসংবিদকে বেরুতে হবেই কেননা বাসবকে সে কথা দিয়েছে তাই। বেরুতে তাকে হবেই কেন না এমন বেহাল অবস্থার মধ্যে অডস্ -এর সম্মুখীন হওয়া তার কাছে খুবই রোমাঞ্চকর তাই। বাসবকে কথা দেওয়া আছে, বাসব যদিপৌঁছে যায়আর সে না যায় তবে তা নিশ্চয়ই তার পক্ষে ব্যাখ্যাযোগ্য থাকবে না। কিন্তু কখন বেরুবে? তার জন্যএকটা সুযোগ থাকা তো চাই। কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বৃষ্টির একটা ব্রেক দেওয়া তো চাই। যাকে বলে বিরতি। তা না হলে খুবইদৃষ্টিকটু লাগে। তাই না? লোকে পাগল বলবে। সংবিদ এই সব কথাই ভাবছিল একান্তে আর প্রকৃতির উপর সতর্কদৃষ্টি রাখছিল। বর্ষণ হয়েই চলেছে। খুব যে একটা ভারী বর্ষণ তা কিন্তু নয়, তবু নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়ে চলেছে।কলকাতার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা। ট্যাক্সি বা অন্য কিছু পাওয়া যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। বৃষ্টি না থামলে আর কীবা করা যাবে। বাসবদত্তারও তো বেরুনোর আগে অন্তত একটা এস.এম.এস. করা উচিত, তা না করে যদি হুইহাইকরে বেরিয়ে যায় তো কেলো। সেটা ওর পক্ষে সম্ভবও, ওর প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে ক্ষেত্রে সংবিদেরও কিছু করার থাকবে না। এই অবস্থায় রাবার বোট ছাড়া আর কিছু বোঝান যাবে না। আমি মেয়ে হয়ে যদি পারি তবে তুই পারবি না কেন? বোঝ। অকাট্য যুক্তি। অগত্যা সংবিদই একটা এস-এম-এস পাঠাল, অলমোষ্ট ডিজাষ্টার। নো কন্ভয়্যান্স অন রোড। প্রোগ্রাম সানপেনডেড। অনেকক্ষণ হয়ে গেল তার কোন জবাব নেই।

বৃষ্টি ছেদ দিতে দিতে সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল। রাস্তায় এক হাঁটু জল। বৃষ্টি থামতে থামতে সেই চড়াইদম্পত্তি কোত্থেকে উড়ে এসে জানালায় বসল। বাসবদত্তা সংবিদের এস.এম.এস-এর জবাব দিল না কেন? তবে কি সে সংবিদের এস.এম.এস. পাবার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে? অসম্ভব কিছু নয়। আর বেরিয়ে পড়েছে বলেই সংবিদের এস.এম.এস. তার ক্রোধের ইন্ধন যুগিয়েছে তাই সংবিদের এস.এম.এস. পেয়েও তার জবাব দেয়নি ক্ষুব্ধ হয়ে। নাকি বেরুবার সময় সেলফোনটা ফেলে এসেছে বাড়িতে। হোতেও পারে। বাসবের পক্ষে সবসম্ভব। অ্যাডমিট কার্ড না নিয়ে যে মেয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে পারে তার পক্ষে সবই সম্ভব। সংবিদের দ্বিতীয়বার আর মোবাইল ফোনের বোতাম টিপতে ইচ্ছে হল না। বরং টিভি-র বোতাম টিপে সে সারা কলকাতার বৃষ্টি পর্যুদস্ত চেহারা দেখতে থাকল। কর্নফিল্ড-বালিগঞ্জ কোমর জল, রাসবিহারী -দেশপ্রিয়-লেকমার্কেট এলাকা তথৈবচ, পার্কসার্কাস-বেনিয়াপুকুর হাঁটু ছাড়িয়ে , এন্টালী-ট্যাংরা খাবি খাচ্ছে, বি-বা-দি-বাগ এক-হাঁটু, বৌবাজার-চিৎপুর থাইপর্যন্ত, ঠনঠনে-কলেজস্ট্রীট এক বুক এই সব দেখতে দেখতে সংবিদ আশ্বস্ত হল যে বাসবদত্তা আজ ঘর থেকে বেরুতেই পারে নি। ডুবে যাওয়ার ভয়ে বেশি পরিবহনও আজ রাস্তায় বেরয়নি। যেগুলি বেরিয়েছিল তার পঞ্চাশ শতাংশ রাস্তায় অচল হয়ে পড়ে আছে। সংবিদ না বেরুনোর জন্য একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পেল।

টিভি বন্ধ করে সংবিদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দা থেকে কোণাকুনি ভাবে রাস্তাটা দেখা যায়। রাস্তায় জল জমেছে, মানুষজন সব হেঁটে হেঁটে চলেছে। যানবাহন বলতে রি'া। জলে পায়ে চলার শপশপে শব্দ আর কিছু ছেলের অনর্থক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এখন সূর্য ডুবতে ডুবতে সেই ছটা বেজে যায়। তাই এখনও অনেকটাআলো রয়েছে। বৃষ্টিপড়া বন্ধ হয়ে গেছে মনে করার কোন কারণ নেই। এখনও আকাশ ভর্তি মেঘ। কোথাথেকে ভিজে চুপশে জাওয়া একটা কাক সামনে টেলিফোনের তারের উপর এসে বসল। দুবার গা ঝাড়া দিয়ে শরীর থেকে জল নিঙড়ে ফেলে দিল, তারপর এদিক ওদিক ত্যাড়ছা ভাবে তাকিয়ে দেখল একটু। বোধহয় কোথাও কোন খাদ্যের সন্ধান পেয়ে সে দিকে উড়ে চলে গেল। কাকটার ছেড়ে যাওয়া জায়গায় চড়াই দুটি উড়ে গিয়ে বসল। ডিগবাজি খেল তারপর ফুরুৎ করে উড়ে এসে আবার সংবিদের বারান্দায় রেলিং-এ। পচা নর্দমার জল, গোবর, কুকুরের বিষ্ঠা, বাসী খাদ্যাবশেষ, পোড়া মবিলে মেশা জমা বৃষ্টির জলে ভাসতে থাকা প্লাস্টিকের ক্যারীব্যাগ, দেশলাই কাঠি সিগারেটের বা', ছেঁড়া কাগজ-মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মেয়ে আসছে। জামা কাপড় বাঁচাবার প্রশ্নটা ওঠে না সে চেষ্টাও নেই তার। একটা অপরিচিত মেয়েকে দেখার মত সংবিদ বারান্দার উপর থেকে তাকে দেখছিল। একদম কাছে এসে যখন তাদেরই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সংবিদলক্ষ্য করে দেখল আরে এ তো বাসবদত্তা। ছুটে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে সংবিদ যেন আঁতকে উঠল,

-আরে তুই?

-হ্যাঁ আমিই। তুই কি ভেবেছিলিস?

-তুই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস?

-যখন বেরুই! সেই সকালে। আমার তো আর তোর মতো অফ্ ডে নয়। কী আমাকে ভিতরে আসতে দিবি তো নাকি সবই এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েই জেনে নিয়ে ছেড়ে দিবি!

-না, আয় ভিতরে আয়, সরি। সংবিদ সরে গিয়ে বাসুকে জায়গা করে দেয়।

বাসবদত্তা উপরে উঠে এসে দাঁড়ায়। তার পোশাক থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ে মেঝে ভিজে গেল। সংবিদ তার সামনে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বাসবদত্তাই বলল,

-তোদের বাথরুমটা কোথায়?

সংবিদ যেন সম্বিত ফিরে পায়

-ওই দিক-টায়, ভিতরে ঢুকে যা। ওয়াড্রাবে শুকনো তোয়ালে টোয়ালে সবই পাবি।

বাসবদত্তা বাথরুমে ঢুকে যায়। সংবিদ খুঁজে পায় না ওকে পোশাক বদলের জন্য কি দেবে? বাড়িতে মা ছাড়া আর কোন মহিলাও নেই। শাড়ি কি বাসব পরবে? ঘরে ওয়াড্রব ঘেঁটে একটা বহু পুরণো ছেলেবেলাকার ট্রাউজার আর একটা তথৈবচ অথচ আগের মতই উজ্জ্বল টি-শার্ট বার করে বাথরুমের সামনে রেখে সংবিদ বলল,

-তোর ভেজা পোশাক বদলে এগুলো পরে নিস্। বাসবদত্তা খানিকটা আশ্বস্ত হল ট্রাউজার আর টি-শার্ট দেখে। নিজের জামাকাপড় ছেড়ে সংবিদের দেওয়া পোশাক পরে নিল। টি-শার্ট টু ঝুলে একটু বেশি হলেও নো প্রবলেম। প্যান্টটার পা দুটোতে দু তিনটে ফোল্ড দিয়ে নিল, কোমরে সংবিদের দেওয়া তার একটা অ্যাব্যান্ডন্ড্ বেল্ট দিয়ে কোমরে কষে বাঁধল। নিজের পোশাকটা কেচে বাথরুমেই মেলে দিল। তারপর বেরিয়ে সে ড্রয়িংরুমে দাঁড়াল।

-বেশ লাগছে তোকে। সংবিদ বলল। মুখে দুষ্টু হাসি।

-ধন্যবাদ। সব কিছুর জন্য। বাসদত্তার জবাব।

-তোর সেল ফোন কোথায়? সংবিদ প্রশ্ন করল।

-জানিস না তুই। কাল বাসে চুরি হয়ে গেছে।

-তাই বল!

-কেন?

-আমি তোকে বেরুতে বারণ করে এস.এম.এস. করেছিলাম।

কাজের মেয়েটা একটা রেকাবী করে কিছু খাবার আর দু কাপ গরম কফি রেখে গেল। বাসবদত্তা সংবিদের সঙ্গে আগে গরম কফিটা তারিয়ে তারিয়ে খেল। খেতে খেতে ডিভিডি চালিয়ে গান শুনল, বিসমিল্লা খানের সানাই। পরে টি.ভি. চালিয়ে সাতটার খবর দেখল, ইন্দ্র - মোহরের বিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ-ই টিভি বন্ধ করে দিয়ে সংবিদ বলল,

-চল, বাসু তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

-আমাকে যেতেই হবে? একদিন এই দুর্যোগের রাতে একটু আশ্রয় দিতে পারবি না।

-ইয়ার্কি মারিস না। ততক্ষণে অনেক জল নেমে গেছে। কিছু ট্যাক্সি ও রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। 'তোদের এলাকা তো নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঠনঠনে', বলল সংবিদ।

রাস্তায় নেমে ওরা দেখল জল সত্যি অনেক নেমে গেছে। তবু গোড়ালি ডোবা জল তখনও রয়েছে রাস্তায়। কোথাও কোথাও অবশ্য আরও কিছু বেশি জল জমে রয়েছে। বড় রাস্তা পর্যন্ত রি'য় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল ওরা।

ট্যাক্সি নানা বাধাবিপত্তি কাটিয়ে এগাতে লাগল। তাই দেখিয়ে বাসবদত্তা বলল,

-দেখ মণি, মনে হচ্ছে জল কেটে কেটে আমাদের স্টীমার এগিয়ে চলেছে। তাই না?

-ঠিক তাই। দারুন কল্পনাশক্তি তোর।

-আমার কল্পনার ডানা তোরটার চেয়ে অনেক শক্তসমর্থ-সেটা মানিস?

-নিশ্চয়ই। স্বপ্ন মানুষকে নিঃসন্দেহে শক্তি জোগায়। কিন্তু যারা স্বপ্ন আর বাস্তবকে আলাদা করতে পারে না তারা খুব শিঘ্রই পাগল হয়ে যায়। বলে সংবিদ সংক্ষিপ্ত হাসে।

-ভাল হচ্ছে না কিন্তু। বাসবদত্তা অসম্ভব কৃত্রিম রাগ দেখায়। সে সংবিদকে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। সংবিদ শুধু প্রতিহত করে যায়। মুখে স্মিত হাসি।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলে। বাসবদত্তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। সম্পন্ন মানুষদের পাড়া। ঝকঝকে রাস্তা কোথাও এক ফোঁটা জলও নেই। খটখটে।

-তুই নামবি না? বাসবদত্তা জিজ্ঞাসা করল সংবিদকে।

-নারে এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গেছে যে কোন সময় ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে। গুড নাইট।

-আর দেখা হবে না আমাদের? বাসবদত্তা বলল।

-কেন হবে না? এ কথা বলছিস কেন?

-কেন? এমনি বললাম। বাসবদত্তা কষ্টে হাসল। গুড নাইট।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাসবদত্তা এগিয়ে গেল। ওদের বাড়ির সদর দরজা ঠেলে বাসবদত্তা ঢুকতে না ঢুকতে মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়। এতক্ষণ ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল। এবার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল।